দৈনিক

তারিখ 1 FEB 2017
পৃষ্ঠা ১ ২ ... ৬

গাইবান্ধার গণউন্নয়ন একাডেমি

বিদ্যালয় পুড়লেও ভাটা পড়েনি পাঠদানে

খায়রুল ইসলাম, গাইবান্ধা ●

গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের কুন্দেরপাড়ায় গণউন্নয়ন একাডেমি দুর্বৃত্তরা পুড়িয়ে দিলেও অদম্য শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রমে মোটেও ভাটা পড়েনি। প্রত্যন্ত অঞ্চলের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন পাঠ নিচ্ছে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের স্টিলের শেডের নিচে চটের ওপর বসে। সোমবার সরেজমিন ওই বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি প্রায় ৭৫ শতাংশ। শিক্ষকরা মনোযোগী পাঠদানে। শিক্ষার্থীরা মনোযোগী পাঠ নিতে। অনেকটা খোলা আকাশের নিচে বসে পাঠ নিলেও শিক্ষার্থীর এতটুকু ক্লান্ত মনে হয়নি। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তারা বলেছে, তারা স্কুল পোড়ানোর মতো জঘন্য ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার চায়; দুর্বৃত্তরা যেন কোনোভাবেই পার পেয়ে না যায়।

গণউন্নয়ন একাডেমি সদর উপজেলায় হলেও অবস্থান একেবারেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে পোড়ানোর ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করতে কাজ করছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। সোমবার ঘটনাস্থলে ছিলেন পিবিআইসহ একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য।

কয়েকজন শিক্ষার্থী বলল, আমরা স্কুল পোড়ানোয় জড়িতদের বিচার চাই। দশম শ্রেণির ছাত্রী কাজলী আকতার বলল, যে বা যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের শাস্তি দিতে হবে। নতুবা এ ধরনের ঘটনা আবারও ঘটাতে পারে দুর্বৃত্তরা।

এসএসসি পরীক্ষার্থী লিটন সরকার বলল, যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা যেন কোনো অবস্থাতেই ছাড় পেয়ে না যায়, তাদের যেন আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নুরুন্নবী সরকার ছকমল বলেন, কেউ ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতেই এই ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

বিদ্যালয় পুড়লেও ভাটা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) তিনি বলেন. স্কুলটির ম্যানেজিং কমিটিতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবে কমিটির সভাপতি আব্দুস সালাম কোনো দিন সদস্যদের সঙ্গে বসেননি। আগে সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে স্কুলের আর্থিক হিসাব পরিচালিত হতো। শিক্ষকদের সুবিধার্থে সম্প্রতি সভাপতির পরিবর্তে একজন সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সে অনুযায়ী স্কুলের নামে হিসাব খোলাও হয়েছে। তিনি আরও জানান, স্কুলের পাশের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে যাত্রা ও জুয়ার আসর চলছিল। ঘটনা ঘটার আধা ঘণ্টার মধ্যে আয়োজকরা প্যান্ডেল ভেঙে নিয়ে যায়। নুরুন্নবীর প্রশ্ন– অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটার পর কেন তারা সরে গেল?

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির আরেক সদস্য ও সাবেক ইউপি সদস্য মো. ছকমল হোসেন বলেন, আগে শিক্ষকদের বেতন দিত স্কুল পরিচালনাকারী সংস্থা গণউন্নয়ন কেন্দ্র। কিন্তু গত তিন বছর থেকে তারা আর শিক্ষকদের বেতন দিচ্ছে না। তার পরও শিক্ষকরা নিয়মিত পাঠদান করছেন। তিনি জানান, এই স্কুলটির পাশে আরেকটি স্কুল প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলছিল। একটি স্কুল থাকতে আরেকটির কেন প্রয়োজন হলো? তারা এ বিষয়টি সন্দেহের চোখে দেখছেন বলে জানান সাবেক এ ইউপি সদস্য।

কামারজানি ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম জাকির বলেন, এলাকায় কোনো অপশক্তির তৎপরতা নেই বললেই চলে। তবে কারা এই অপকর্মটি করেছে তা বোধগম্য হচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে। তারা অবশ্যই অপকর্মের হোতাদের খুঁজে বের করে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাবে বলে মনে করেন তিনি।

স্কুল পরিচালনাকারী সংস্থার নির্বাহীপ্রধান ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এম আব্দুস সালাম বলেন, যারা দেশের উন্নয়ন নস্যাৎ করতে চায়, যারা নারী শিক্ষা তথা সার্বিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়– তারাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে আমরা সব বাধা উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাবই।

গাইবান্ধার ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপককে জিজ্ঞাসাবাদ

কুন্দেরপাড়া গণউন্নয়ন একাডেমি স্কুলটি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে সদর থানা পুলিশ গাইবান্ধা ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ওয়াশিবুল হক চিশতিকে সোমবার থানায় ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সদর থানার অফিসার ইনচার্জ একেএম মেহেদী হাসান জানান, যেহেতু পার্শ্ববর্তী একটি স্কুল করাকে কেন্দ্র করে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা গ্রেপ্তারকৃত রঞ্জু মিয়াসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে। সে কারণেই মূলত ব্যাংকের ব্যবস্থাপককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

এলাকাবাসীসহ বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী পারদিয়ারা গ্রামে আরেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সূত্রমতে, ন্যাশনাল ব্যাংক চরপারদিয়ারায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিলে স্থানীয় একটি চক্র সেই সুযোগটি গ্রহণ করে। মজিবর রহমান নামে এক ব্যক্তি জমিদাতা হিসেবে ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। শর্ত হিসেবে তার পরিবারের তিনজনকে চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। তবে এলাকার সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার পর ন্যাশনাল ব্যাংক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে যায়। অগ্নিসংযোগের পর থেকেই মজিবর রহমানের ছেলে রঞ্জু মিয়াকে মূল সন্দেহভাজন হিসেবে পুলিশ টার্গেট করে এবং রোববার তাকে গ্রেপ্তার করে।

পুরনো স্কুলের সঙ্গে প্রস্তাবিত স্কুলের বিরোধের কারণে গণউন্নয়ন একাডেমিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে গাইবান্ধা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ একেএম মেহেদী হাসান বলেন, এখনই চূড়ান্তভাবে কিছু বলার সময় আসেনি। অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। অভিযোগের ভিত্তিতে রঞ্জুকে আটক করা হয়েছে। তাকে নিয়ে অন্য সন্দেহভাজনদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। তদন্ত করেই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসন থেকে সহায়তা

আগুনে পুড়ে যাওয়া কুন্দেরপাড়া গণউন্নয়ন একাডেমির শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারি তহবিল থেকে ৪৫ হাজার টাকা ও ১৫ বান্ডিল ঢেউটিন এবং স্থানীয় তহবিল থেকে আরও ২০ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক মো. আব্দুস সামাদ স্কুলটি পরিদর্শন করে ঢেউটিন ও সহায়তা বাবদ এ অর্থ প্রদান করেন। এ ছাড়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলটি পরিদর্শন করে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে এক লাখ টাকা আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণউন্নয়ন কেন্দ্রের সহায়তায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬ জানুয়ারি গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা স্কুলটিতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষসহ ৭টি ক্লাসরুম পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ ছাড়া আগুনে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, আসবাবপত্র, শিক্ষা সরঞ্জাম ও অফিস কক্ষের আলমারিতে রাখা ১২ বছরের অন্তত ২০ হাজার স্কুল সার্টিফিকেট এবং নম্বরপত্র পুড়ে ছাই হয়।

রঞ্জু মিয়ার ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের কুন্দেরপাড়া গণউন্নয়ন একাডেমি আগুনে পোড়ানোর ঘটনায় আটক প্রধান সন্দেহভাজন রঞ্জু মিয়ার ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল তাকে গাইবান্ধার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মইনুল হাসান ইউসুফের আদালতে হাজির করে পুলিশ ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে। শুনানি শেষে বিচারক তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ২৯ জানুয়ারি পুলিশ পারদিয়ারা চরের মজিবুর রহমানের পুত্র রঞ্জু মিয়াকে আটক করে।